ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

উন্নয়নের গনতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৮ তম জরুরী কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	২৭ আষাঢ় ১৪২৪ ১১ জুলাই, ২০১৭
সময়	:	সকাল ১০.৩০ টা
স্থান	:	নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, গত ৩ জুলাই ২০১৭ থেকে ডিএনসিসি মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম দ্বিগুন করা হয়েছে। বর্তমানে মশক নিধন কার্যক্রম ওয়ার্ড পর্যায়ে সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি পরিস্থিতি উন্নয়নসহ নগরীতে চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে সম্মানিত কাউন্সিলরসহ ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত রাখার আহ্বান জানান। ডিএনসিসি গত ০৫ বছরে মশক নিধন কার্যক্রম তার বার্ষিক বাজেটের পরিমান ০৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৬ কোটি টাকায় উন্নীত করেছে মর্মে তিনি অবহিত করেন। মশক নিধনে সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ গৃহীত পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সম্প্রতি আমিন বাজারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জমি উচ্ছেদ পূর্বক পনরুদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারী সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড-৯ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আবুল হোসেন'কে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২১/০৬/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ২১/০৬/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান ও ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ সভায় তুলে ধরেন। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।	সর্বসম্মতিক্রমে ১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণীর দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০২.	১৬তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৬তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
০৩.	১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৭তম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।	কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৪.	চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বলেন, মশা নিধনকল্পে প্রতি ওয়ার্ডে ৫টি করে ফগার মেশিন ও পর্যাপ্ত ঔষধ সকল সম্মানিত কাউন্সিলবৃন্দের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। মশক কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন কাজের অগ্রগতি প্রতিদিন সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নিকট পেশ করছে। প্রতি ওয়ার্ডে ০৫টি ফগার মেশিন দিয়ে প্রতিদিন ২ বার করে মোট ১০ বার মশার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তাছাড়াও এডালডিসাইড দমনের জন্য প্রতিদিন ৬ বার ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। এ পর্যায়ে চলমান এই কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য তিনি কাউন্সিলরবৃন্দকে আহ্বান করেন। ওয়ার্ড-০৭ এর সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবোশ্বের চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া অনেক স্প্রে-ম্যানের কাজের দক্ষতার অভাব রয়েছে। আঞ্চলিক অফিস থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে মশার ঔষধ বিতরণ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওয়ার্ড-৩২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান বলেন, ডিএনসিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত মশার ঔষধের গুনগত মান নিয়ে জনমনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। ক্রাশ প্রোগামে পর্যাপ্ত পরিমান মশার ঔষধ ছিটানো হলেও মশার প্রকোপ আশানুরূপ কমছে না। মশার ঔষধের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ড্রেনের খোলা পিট/স্লাব জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/পুনঃ নির্মাণের অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী মশার ঔষধের গুনগতমান পরীক্ষায় ল্যাবরেটরির "ভিত্তি পরিবেশ" এবং "নগরীর উন্মুক্ত পরিবেশের" মধ্যে পার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। ল্যাবরেটরির বদ্ধ ঘরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মশার ঔষধ ঢাকা শহরের উন্মুক্ত পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে। যে কারনে পর্যাপ্ত মশার ঔষধ ছিটানো হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে তিনি মশার ঔষধের গুনগতমান এর ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সভাপতি এ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য উক্ত সভায় আমন্ত্রিত ড.তৌহিদ উদ্দিন আহমেদকে অনুরোধ জানান। ড. তৌহিদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চিকুনগুনিয়া রোগের জন্য এডিস মশা দায়ী। বর্তমানে ব্যবহৃত মশার ঔষধের বিরুদ্ধে কিউলেক্স মশা তার রেজিসটেন্স বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা মশার ঔষধসহ যে কোন ঔষধের সংস্পর্শেই মারা যায়। এক্ষেত্রে এডিস মশা বিস্তার রোধে তিনি নির্মানাধীন বাড়ীর চৌবাচ্চাসহ বাড়ির আঙ্গিনায় স্বচ্ছ পানির পাত্র/আধারসমূহে যেখানে ৩দিনের বেশী সময় পানি সংরক্ষিত থাকে সেখানে মশার ঔষধ ছিটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমন্ত্রিত অতিথি কীটতত্ত্ববিদ ড. মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, চিকুনগুনিয়া রোগীদের মশারী টাঙ্গিয়ে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাওয়া যায় এমন মশারীর (যে মশারীতে মশা বসলে মশা মরে যায়) সহজলভ্যতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ম্যালেরিয়ার বিস্তাররোধে এ মশারীর ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া, মশার ঔষধের গুনগত মান উৎপাদন পর্যায় থেকে সংরক্ষণ পর্যায়সহ বিতরণ পর্যায়ে কোন পার্থক্য হয় কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। তাছাড়া তিনি সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ওয়ার্ড নং-১১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান মশার ঔষধ ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরদের তত্ত্বাবধানে বিতরণের সিদ্ধান্তের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাড়ির আঙ্গিনা ও পার্শ্ববর্তী জায়গায় ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, পরিত্যাক্ত পাত্র অপসারণসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বাড়ির মালিককে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ওয়ার্ড নং-২৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শেখ মজিবুর রহমান বলেন, মশার ঔষধে মশা নিধনের কাজ হচ্ছে। স্প্রেম্যানরা যেহেতু সপ্তাহে ৬দিন কাজ করে তাদের তদারকির জন্য ওয়ার্ড সচিবদেরও সপ্তাহে ৬দিন কাজ করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।	১। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ নগরী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারনা চালাতে হবে। ২। চিকুনগুনিয়া বিস্তার রোধে বাড়ীর আঙ্গিনা ও মেথর প্যাসেজসহ আশে-পাশের চলাচলের রাস্তা পরিস্কার রাখার নিমিত্ত প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সমন্বয় করে প্রচলিত বিধি বিধান উল্লেখ পূর্বক জনসাধারণ'কে জ্ঞাত করার লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ওয়ার্ড সচিবদের শুক্রবার ব্যতিত প্রতিদিন অফিস করতে হবে। ৪। স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজের গাফিলতির জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরগন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্প্রেম্যান/পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তি প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৫। রাস্তার ড্রেনের খোলা পিট/স্লাব জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার/পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬। চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মশক নিধনসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহযোগিতা করার জন্য পরিবহন বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় গাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৭। মশার ঔষধের গুনগত মান উৎপাদন পর্যায় থেকে সংরক্ষণ পর্যায়সহ বিতরণ পর্যায়ে কোন পার্থক্য হয় কিনা তা নিরূপন করতে	• সম্মানিত কাউন্সিলর (সকল) • সভাপতি, মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি • প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা • সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান • আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) • সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর আলেয়া সারোয়ার ডেইজি ও সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর শাহানাজ পারভীন মশা নিধনের সমন্বিত উদ্যোগ আরও জোরদার করার আহ্বান করেন। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চিকুনগুনিয়া রোগের প্রার্দুভাব রোধে ডিএনসিসি কর্তৃক গৃহীত নিম্নরূপ কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করেন। ১। সোর্স রিডাকশনঃ (ক) মশার নিম্নোক্ত প্রজনন স্থল ধ্বংস (Breeding Place Destroy) করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জনসচেতনতামূলক প্রচারণা যেমনঃ লিফলেট, পোষ্টার, মাইকিং, র‍্যালী ও পত্রিকায় স্বাস্থ্য বার্তা প্রদান করা হয়ঃ ১. ঘরের ফ্রিজ ও এসির ট্রে, ফুলের টব, সানশেড ও ছাদে জমে থাকা পানি ৩ দিন পর পর পরিস্কার বা অপসারণ করা। ২. বাসার আঙ্গিনা এবং আশে পাশের পরিত্যক্ত টায়ার, ভাঙ্গা হাড়ি ও বোতল, ক্যান, ডাবের খোসা, নারিকেলের মালা, প্লাষ্টিকের বোতল, পলিথিন ব্যাগ, গাছের কোটর, বিদ্যুতের ভাঙ্গা বাতি ইত্যাদি অপসারণ/ধ্বংস করা। (খ) ১. কচুরিপানা, জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা পরিস্কার (ডিএনসিসি কর্তৃক) করা। ২. বিভিন্ন সংস্থা যেমন ওয়াসা, রাজউক, রেলওয়ে, টিএন্ডটি এবং সিভিল এভিয়েশন-কে তাহাদের জলাশয়ের কচুরিপানা, জলজ আগাছা ও আবর্জনা পরিস্কারের জন্য পত্র প্রেরন। (তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৬) ২। কেমিক্যাল অ্যাকশানঃ (ক) লার্ভিসাইডিং:- সকাল-৮.০০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত হস্তচালিত এবং হুইল মেশিনের সাহায্যে লার্ভিসাইডিং করা হয়। (খ) ম্যালেরিয়া ওয়েল'বিঃ- সকাল-৮.০০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত হস্তচালিত মেশিনের সাহায্যে লার্ভিসাইডিং করা হয়। (গ) ফগিং/উড়ন্ত মশা নিধন কার্যক্রমঃ- সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা আগ থেকে সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা পর পর্যন্ত ফগার মেশিনের সাহায্যে উড়ন্ত মশা নিধন করা হয়। (ঘ) মশক নিধন বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনাঃ- □ ২১-২৭ মে ২০১৭ - ১ সপ্তাহ □ ১৭-২২ জুন ২০১৭ -১ সপ্তাহ □ ০৩-১৬ জুলাই ২০১৭ (চলমান) - ২ সপ্তাহ ৩। জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমঃ- (ক) মাইকিং- প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ টি করে মাইক - ৬ দিন (১৭-২২ জুন ২০১৭) (খ) লিফলেট বিতরণ- বাড়ি বাড়ি এবং জনবহুল স্থানে (৫০ হাজার) (গ) পোষ্টার বিতরণ- জনসাধারনের মধ্যে (২ হাজার) (ঘ) সচেতনতামূলক র‍্যালী- প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে । (ঙ) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন- প্রতি সপ্তাহে ১ টি পত্রিকা। (মে ২০১৭ চলমান) (চ) বিভিন্ন টিভিতে জনসচেতনতামূলক স্ক্রল প্রচার। (জুলাই ২০১৭) (ছ) ডিএনসিসি এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচারনা। (জুন ২০১৭ হতে চলমান) (জ) স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে সকল অঞ্চল ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে সচেতনামূলক সভা ও র‍্যালী। (ঝ) ডিএনসিসি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোঃ নাসিম এমপি এর উপস্থিতিতে অঞ্চল-৫(কাওরান বাজার) এ ২৭ নং ওয়ার্ড এর আওতাধীন শের- ই-বাংলা নগর এলাকায় জনসচেতনতামূলক র‍্যালী ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। (ঞ) ডিএনসিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৪৮টি স্থানে জনসচেতনামূলক র‍্যালী ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ৪। জরিপঃ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকরণ এবং সে সকল স্থানে বিশেষ লার্ভিসাইডিং ও ফগিং কার্যক্রম পরিচালনা (জরিপ ১-৫ জুন ২০১৭)। ৫। কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধিঃ কীটনাশক ছিটানোর পরিমান দ্বিগুন করা	হবে। ৮। মশক নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে প্রয়োজনে প্রতি ওয়ার্ডে আরো ০২(দুইটি) করে ফগার মেশিন সরবরাহ করা হবে।	